নির্বাচিত সময়কালের মধ্যে জনপ্রতিনিধিদের দলবদল -- গণতন্ত্রের সংকট

"নানা ভাষা নানা মত নানা পরিধান
বিবিধের মাঝে দেখ মিলন মহান"

এই আদর্শকে সামনে রেখেই ভারতবর্ষের বুকে গড়ে উঠেছিল বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা । ভারতের সংবিধান পৃথিবীর বৃহত্তম লিখিত সংবিধান এবং সংবিধানে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে প্রত্যেক ব্যক্তির মতপ্রকাশের স্বাধীনতা আছে এবং এই স্বাধীনতার সূত্র ধরে রাজনৈতিক দল গঠন করা বা রাজনৈতিক দলে যুক্ত হওয়া মানুষের মৌলিক অধিকার । এই মৌলিক অধিকারকে মান্যতা দিতেই ভারতবর্ষে গড়ে উঠেছে পৃথিবীর বৃহত্তম গণতান্ত্রিক কাঠামো, যার মাধ্যমে মানুষের ভোটের দ্বারা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত হয় লোকসভা, রাজ্যের বিধানসভা এমনকি বিভিন্ন পৌরসংস্থা ও ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থা । প্রত্যেকটি নির্বাচনেই যথাক্রমে লোকসভা থেকে পঞ্চায়েত স্তর পর্যন্ত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের রাজনৈতিক মতাদর্শকে সামনে রেখে । ভারতবর্ষের নাগরিকরা ভোটদান করেন এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের রাজনৈতিক মতাদর্শকে ভিত্তি করে আগামী পাঁচ বছরের জন্য জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত করেন । নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি যে মতাদর্শকে সামনে রেখে নির্বাচিত হন এবং তাঁকে যাঁরা ভোটদান করেন তাঁরা প্রত্যেকেই সম মতাদর্শে বিশ্বাসী মানুষ । কিন্তু ভারতীয় বহুদলীয় গণতন্ত্রে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা যে মতাদর্শকে সামনে রেখে নির্বাচিত হন অনেকসময়ই সেই সমস্ত জনপ্রতিনিধি তাঁর জনপ্রতিনিধিত্বের সময়কাল উত্তীর্ণ হওয়ার আগেই অন্য মতাদর্শে বিশ্বাসী রাজনৈতিক দলে যোগদান করেন অর্থাৎ তাঁকে যে সমস্ত ব্যক্তিরা ভোট দিয়েছিলেন তাঁদের বিশ্বাস ও আস্থাকে সম্পূর্ণভাবে জলাঞ্জলি দিয়ে বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে কলুষিত করে তোলেন ।

জনপ্রতিনিধিদের এই কার্যকলাপ চূড়ান্ত বিশ্বাসঘাতকতার নামান্তর । এই ধরনের দলবদলের বিরুদ্ধে প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী রাজীব লোকসভায় আইন প্রণয়ন করেন এবং তা দেশের সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা হয় । আইনটি হল Anti Defection Law 1986 (দলত্যাগ বিরোধী আইন) । কিন্তু এই আইনের কার্যকারিতা নিয়ে মানুষের মনে আজ নানান প্রশ্ন । বিশেষ করে বিগত ৩০/৪০ বছর ধরে সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে জনপ্রতিনিধিরা একটি দলের মতাদর্শকে সামনে রেখে নির্বাচিত হয়ে কিছুদিনের মধ্যেই একেবারে বিপরীত মেরুতে অবস্থিত অন্য কোন রাজনৈতিক দলে যোগ দিচ্ছেন এবং দেশের নির্বাচকমন্ডলী অর্থাৎ জনগণকে নির্বাক দর্শকের ভূমিকায় থাকতে হচ্ছে কেননা তাঁদের হাতে এমন কোন আইন নেই যে আইনের মাধ্যমে তিনি, যাঁকে যে মতাদর্শের ভিত্তিতে নির্বাচিত করেছিলেন তার বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন । যে আইনটি বলবৎ আছে সেই Anti Defection Law 1986 এর কার্যকারিতা প্রায় শূন্যমার্গে । ফলতঃ লোকসভা থেকে আরম্ভ করে একেবারে পঞ্চায়েত স্তর পর্যন্ত জনপ্রতিনিধি ক্রয় বিক্রয় এখন একটি বহু পরিচিত দৃশ্য । নির্বাচনের ফল ঘোষণার পরে এক নতুন বাজার তৈরি হয় যে বাজারে সাংসদ, বিধায়ক সহ বিভিন্ন ধরনের জনপ্রতিনিধিরা তাঁদের দল ছেড়ে অবলীলাক্রমে অন্যদলে যোগদান করে থাকেন । ফলে পতন ঘটে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সরকারের । সংখ্যালঘু জনপ্রতিনিধিরা ক্রয়বিক্রয়ের মাধ্যমে সরকার গঠন করেন যদিও ভোটের নিরিখে সেই দলের সরকার চালানোর কোনোরকম অধিকারই নেই ।

গণতান্ত্রিক বহুদলীয় ব্যবস্থাতে ভোটের আগেই প্রত্যেক রাজনৈতিক দল তাঁদের মতাদর্শ, অর্থনৈতিক ও বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচি নিজ নিজ ইস্তাহারের মাধ্যমে প্রকাশ করেন এবং নাগরিকগণ সেই সমস্ত প্রতিশ্রুতির দ্বারা অনুপ্রাণিত ও প্রভাবিত হয়ে তাঁর মূল্যবান ভোটটি প্রদান করে ভারতীয় গণতন্ত্রের মর্যাদা রক্ষা করেন । কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হল জনপ্রতিনিধিরা আইনের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে নির্বাচকমন্ডলীর সাথে ক্রমান্বয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করে চলেছেন যার ফলে ভারতবর্ষের বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা আজ দুষ্টচক্রের মৃগয়াভূমি, যেখানে নৈতিকতার লেশমাত্র নেই ।

আজকে সময় এসেছে বিষয়টি নিয়ে ভাবার এবং এমন একটি আইন প্রয়োজন যাতে কোন ব্যক্তি কোন নির্দিষ্ট মতাদর্শকে সামনে রেখে নির্বাচিত হলে অন্ততঃ সেই সময়কালের মধ্যে কোনভাবেই তিনি অন্য কোন দলে যোগদান করতে না পারেন । জনপ্রতিনিধিদের দলবদলের এই প্রক্রিয়া যদি বন্ধ করা না যায় তাহলে ভারতবর্ষের বৃহত্তম গণতন্ত্রের মৃত্যু অনিবার্য এবং সমস্ত নির্বাচনে জনপ্রতিনিধিদের প্রতিনিধিত্ব বশ্যতা স্বীকার করবে এক দুষ্টচক্রের হাতে ।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য ভারতবর্ষের সংবিধান মতপ্রকাশের স্বাধীনতা প্রদান করেছে, বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে স্বীকৃতি দিয়েছে কিন্তু দীর্ঘ পথচলার পর আজকের উপলব্ধি যে ভারতবর্ষের মহান সংবিধান রচয়িতা বিশিষ্টজনেরা সম্ভবতঃ আজকের রাজনৈতিক কার্যকলাপের এই ভয়ংকর অনৈতিক অবনমন কল্পনা করতেও পারেননি ।

জনপ্রতিনিধিদের অনৈতিক কার্যকলাপ, নাগরিকদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা এবং তাঁদের বাজারের পণ্য হয়ে যাবার এই প্রক্রিয়া আজ দেশের সর্বাঙ্গে ক্ষতচিহ্নের মত বিদ্যমান। ফলতঃ মানুষের হতাশা বাড়ছে, রাজনৈতিক দলগুলি সম্পর্কে ঘৃণা আর অবজ্ঞা জন্মাচ্ছে। রাজনীতি থেকে দূরে চলে যাচ্ছেন সৎ ও বিবেকবান নতুন প্রজন্ম আর সেই জায়গা দখল করছে বিভিন্ন বেআইনি ক্রিয়াকলাপে জড়িত মাফিয়াবৃন্দ যারা রাজনীতিকে মনে করে ব্যক্তিগত রোজগারের জায়গা বা নিজেদের বেআইনি কার্যকলাপকে রাজনৈতিক রক্ষাকবচে ঢেকে রাখার একটি আবরণ হিসেবে।

তবু জেগে থাকে আশা। ভারতীয় গণতন্ত্রকে বাঁচাতে হলে চাই সৎ এবং বিবেকবান মানুষজনের ঐক্যবদ্ধ সজীব প্রতিবাদ, যে প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে পতন ঘটবে রাজনৈতিক জগতের এই দুষ্টচক্রের আর মানুষের আস্থা, বিশ্বাস আর সৎ জীবন যাপনের মধ্য দিয়ে ভারতীয় গণতন্ত্র রচনা করবে এক নয়া সংকল্পের ইতিহাস।

বিনীত

বিশ্বজিৎ মুখোপাধ্যায়,
সমাজকর্মী

শংকর কুশারী,
সংস্কৃতিকর্মী

চন্দননগর, ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২১